ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

মূল
বি. আইশা লেমু
ফাতিমা হীরেন

অনুবাদ
ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

মূল : বি. আইশা লেমু

ফাতিমা হীরেন

অনুবাদ : ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ৪, রোড # ২, সেক্টর # ৯, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০, ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail : biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

ISBN : 984-8203-02-8

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০
পৌষ ১৪১৭
মহররম ১৪৩২

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র US $: 3

ISLAMER DRISTITE NARI is a Bengoli translation of "Woman in Islam" by B. Aisha Lemu and Fatima Heeren, translated by Dr. M. Anisuzzaman and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought. House # 4, Road # 2, Sector # 9, Uttara Model Town, Dhaka. Phone: 8950227, 8924256, Fax: 8950227, E-mail: biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org
Price : 50.00 Taka only US $: 3

প্রকাশকের কথা

"Woman in Islam" গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী দু'জন বিদগ্ধ ইউরোপীয় মহিলা ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। বইটি মূলতঃ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণের সংকলন। বক্তব্যের মূল যুক্তি ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদিস থেকে উৎসারিত। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এ ক্ষুদ্র বইটির আরবি ও ইন্দোনেশীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে নানা ধরনের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছে, তা যথাযথভাবে তুলে ধরা হলে এ ভুল বুঝাবুঝি অনেকখানি দূর হবে। বইটিতে লেখিকাদ্বয় এ প্রচেষ্টাই করেছেন।

'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট' বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনায় ইসলামের বিভিন্ন দিক বাংলায় তুলে ধরতে সচেষ্ট। বাংলাদেশের শিক্ষিত নারী সমাজ বইটি পড়ে উপকৃত হবেন- এ বিশ্বাসেই বইটির অনুবাদে আমরা ব্রতী হয়েছি। বইটি মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। অনুবাদটি আগাগোড়া পাঠ করে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এম রায়হান শরীফ। তাঁদের উভয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। লণ্ডনস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইংরেজি সংস্করণের বাংলা অনুবাদের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির দ্বিতীয় সংরক্ষণ প্রকাশ করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। এরপরও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের অব্যাহত সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাদের আরো সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

যাঁদের জন্য এ উদ্যোগ তাঁরা উপকৃত হলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সার্থক মনে করব।

এম আবদুল আজিজ
নির্বাহী পরিচালক
বিআইআইটি, ঢাকা

নভেম্বর, ২০১০

অনুবাদকের কথা

১৯৭৬ সনের ৩-১২ এপ্রিল লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামে নারী সম্পর্কিত অধিবেশনে দু'জন মুসলিম মহিলা (যাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন), একজন ইংরেজ এবং অপরজন জার্মান, যে ভাষণ দান করেন, তার উপর ভিত্তি করেই "Woman in Islam" গ্রন্থটি সংকলিত।

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদার সাথে তাঁরা পাশ্চাত্যের নারীর সামাজিক মর্যাদার এক তুলনামূলক আলোচনা করেছে। ভাবাবেগ পরিত্যাগ করে শুধু কোরআন ও হাদিসকে সূত্র হিসাবে উদ্ধৃত করে তাঁরা তাঁদের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। বিদগ্ধ শ্রোতামণ্ডলীর সমালোচনায় তাদের যুক্তি আরো ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এ সব মিলিয়েই এ সংকলনের বক্তব্য সমুপস্থিত।

আল কোরআন থেকে উদ্ধৃত অংশসমূহের সূরা ও আয়াতের সংখ্যা উল্লেখ করলেও, কোন্ ইংরেজি অনুবাদ তাঁরা অনুসরণ করেছেন তার কোন সূত্র নেই। তাই বঙ্গানুবাদের সময় আমি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কৃত 'আল কুরআনুল করীম' এর অনুবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে প্রচলিত উদাহরণই গ্রহণ করা হয়েছে। লেখিকা যেখানে 'সাহুর' শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে আমি বাংলা 'সেহরি' করেছি। কারণ রমজানের কারণে 'সেহরি' ও 'ইফতার' সুপরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ। একই কারণে ইসলামের পাঁচটি রোকনের নাম: ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

জুন, ১৯৯৫ মোহাম্মাদ আনিসুজ্জামান

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৯

- অলীক কল্পনা ও পলায়নী প্রবৃত্তি ৯
- নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ১০
- নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা ১১
- নারী পুরুষ সম্পর্ক ১২
- অধিকার ও দায়িত্ব মর্যাদা ১৩
- ইসলামে বিবাহ ১৫
- তালাক ১৬
- সম্পদের উত্তরাধিকার ১৮
- মা রূপে নারী ১৮
- যৌন সম্পর্ক ও সমাজ ১৯
- পোশাক ২০
- নারী-পুরুষের ভূমিকা বিশেষীকরণ ২২
- বহুবিবাহ ২৩
- সারাংশ ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামে পারিবারিক জীবন ২৭

- ইসলামি পন্থা ২৭
- মুসলিম পরিবার কাঠামো ২৯

১. মানব সমাজের শিশু-দোলনা হিসেবে পরিবার ৩১

- বুনিয়াদ ৩১
- শিক্ষাপদ্ধতি ৩২
- ইসলামি কর্তব্য ৩২
- জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ ৩৪

২. স্বাভাবিক কামনাবাসনার অভিভাবক হিসেবে পরিবার ৩৪

- আয়োজিত বিবাহ ৩৫
- বহুবিবাহ ৩৫
- তালাক ৩৬
- নারীর মর্যাদা ৩৭

৩. পরিবার ও চরিত্র গঠন ৩৮

৪. আশ্রয় হিসেবে পরিবার ৩৯

তৃতীয় অধ্যায় : আলোচনা ৪০

- বহুবিবাহ ৪০
- উত্তরাধিকার ৪২
- মুখমণ্ডল আবৃতকরণ ৪৪
- পোশাক ৪৬

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

বি. আইশা লেমু

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর গত পনের বছরে মুসলিম জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে অমুসলিম বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজন আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। ইসলাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির তেমন কোন ধারণাই নেই। তবে যে ক্ষেত্রে এ অজ্ঞতা ভুল তথ্যের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিপূর্ণ, সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে : ইসলামে নারীর ভূমিকা সংক্রান্ত। কিছু অমুসলিম এমন প্রশ্নও করেছেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কোন আত্মা আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন? মুসলিম নারী ইবাদত করতে পারেন অথবা মক্কাশরীফ যেতে পারেন? এবং বেহেশত শুধু পুরুষের জন্য, তাই নয় কী?"

অলীক কল্পনা ও পলায়নী প্রবৃত্তি

এ ধরনের পূর্ব ধারণায়, মুসলিম নারী আধ্যাত্মিকভাবে এক অন্য ব্যক্তি; ছায়ার জগতেই তাঁর বাস– তিনি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। এ অবস্থা থেকে মৃত্যুতে তিনি এক আত্মাহীন অবস্তুতে রূপান্তরিত হন। অতীতে খ্রীস্টান মিশনারিগণই এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের অনেকে এগুলো সত্য বলে বিশ্বাসও করতেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্যের মনমানসে বিনোদন মাধ্যম আর এক ধরনের চিত্র পরিবেশন করে থাকে। তা হলো মুসলিম নারীকে আরব্য রজনীর হারেমের একজন হিসাবে চিত্রিত করার হলিউডি সংস্করণ। এখানে নারী প্রভু– সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণকারিণী, স্বল্পবস্ত্র পরিহিতা, বিহঙ্গবুদ্ধি, যুবতী রমণীকুলের একজন।

পাশ্চাত্যের কল্পনাবৃত্তিতে এহেন চিত্রকল্পগুলো খুবই আবেদনময়। প্রথমত: হিংস্র ও ঈর্ষান্বিত স্বামীর ভয়ে এ নারী বিপন্না, সাধু জর্জের জন্য অপেক্ষমানা- যে সাধু ড্রাগনকে হত্যা করে তাদেরকে উদ্ধার করবেন। দ্বিতীয়ত: চোখ ধাঁধানো রেশমিবস্ত্র ও অলংকার পরে এ কৃতদাসকন্যা তার প্রভুর ভোগসুখের জন্য প্রতীক্ষায় রত। পাশ্চাত্যে এমন কোন পুরুষ বা রমণী আছে কি– যিনি এ দু'টির যে কোন একটি ভূমিকায় কোন না কোন সময়ে নিজকে কল্পনা করেন নি? এভাবেই সন্দেহাতীতভাবে এ অলীক কল্পনা এতদিন চলে এসেছে। আমরা বিশ্বাস

করতে চাই, এ ধরনের রমণী আছেন- যাতে আমরা তাঁদের নিয়ে আকাশকুসুম রচনা করতে পারি। অথচ, প্রকাশ্যে আমরা নারীমুক্তি নীতির পরিপন্থী এ পরিস্থিতির নিন্দা করি।

এ হলো অলীক কল্পনা। এমন ধারণা পোষণ হলো: একটি সহজ পলায়ন প্রবৃত্তি। আজ আমরা এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমরা জানতে চাইব: একজন মুসলিম নারীর ভূমিকা কী ধরনের হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কল্পনার রূপকথা আর হলিউডের বাছাই করা শ্রেষ্ঠতম নিবেদন কোন সরবরাহ সূত্র হতে পারে না। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভাল সূত্র হচ্ছে: ইসলামের মূল নথিপত্র- কোরআন এবং হাদিস অর্থাৎ নবীজী মোহাম্মদ (সা.)-এর লিপিবদ্ধ বাণী ও কর্ম।

আমার উদ্দেশ্য, আপনাদের কাছে নারী সম্বন্ধীয় কোরআনের সূরা ও নবীজীর (সা.) বাণী পৌঁছে দেওয়া এবং একজন নারীর জীবনে এগুলোর বাস্তব অর্থ সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। বর্তমান বা অতীত কোন দেশের মুসলিম নারীর অবস্থা আমি বর্ণনা করতে চাই না। কারণ: আঞ্চলিক প্রথাসমূহের প্রভাবে প্রাক-ইসলামি অথবা আধুনিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর এক কাল থেকে অন্য কালে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে অনেক হেরফের হয়।

নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা

নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাসহ ও বেহেশত অর্জনের জন্য আত্মা তাদের আছে কিনা– সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহের নিরসনের জন্য আমি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে চাই। কোরআন বিশদভাবে বলছে, যে সব পুরুষ ও নারী ইসলামের নীতি মেনে চলবেন; তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টার জন্য সমান পুরস্কার লাভ করবেন:

"আল্লাহতায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আল্লাহতায়ালার প্রতি আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, দৃঢ় চিত্ত পুরুষ ও দৃঢ় চিত্তা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, সৎ পুরুষ ও সৎ নারী ও আল্লাহতায়ালাকে স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহতায়ালাকে স্মরণকারী নারী– আল্লাহ তায়ালা এঁদের অবশ্যই ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। (৩৩:৩৫)

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন, পুরুষ কিংবা নারী, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করেন এবং বিশ্বাসী– তাঁর জন্য আমরা দান করি সৎ জীবন এবং তাঁর জন্য রয়েছে তাঁর কর্মের উত্তম পুরস্কার। (কোরআন, ১৬:৯৭)

ইসলামের পাঁচটি রোকন: ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ পালন নারীর জন্য যেমন; পুরুষের জন্যও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের পুরস্কারে কোন তারতম্য করা হবে না।

কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন: "তোমাদের মধ্যে মহত্তম সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোযোগী।" (৪৯:১৩)

এখানে উল্লেখ করা যায়, ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন একজন নারী- রাবিয়া আল আদাবিয়া।

নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা

প্রশ্নাতীতভাবে ধর্মীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের সমতা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেখা যাক: বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি কেমন। নবীজী (সা.) বলেন: "জ্ঞান অন্বেষণ করা পুরুষ ও নারী প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য এবং দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।"

মুসলমানের জন্য জ্ঞানকে ধর্মীয় ও জাগতিক– এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়নি। নবীজীর (সা.) বাণীর আধুনিক মর্মার্থ হলো: নারী হোন, পুরুষ হোন, তাঁকে সাধ্যানুসারে জ্ঞানার্জন করতে হবে, তবে তাঁকে কোরআনে বর্ণিত আল্লাহতায়ালার বাণী স্মরণ রাখতে হবে যে, "জ্ঞানীরাই সত্যিকারভাবে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করেন।" (৩৫:২৮)

অতএব ইসলামে পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্ধি ও শিক্ষাদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান আহরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ বা নারী, যিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যত বেশী চিন্তাভাবনা করেন, মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে তিনি তত বেশি সচেতন।

ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সুবিখ্যাত নারী হচ্ছেন নবীজীপত্নী আইশা (রা.)। তিনি প্রধানত যে কারণে স্মরণীয় তা হচ্ছে : তাঁর মেধা ও বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তি। এসব গুণের জন্য তিনি হাদিসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসাবে সমাদৃত। এক হাজারের বেশি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদিসের অন্যতম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে সমাদৃত।

সাধারণভাবে প্রারম্ভিক মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে নারীর শিক্ষালাভের উপর বাধা-নিষেধ ছিল না। বরং তাঁর ধর্ম তাঁকে উৎসাহ দিত। এর ফলে, ধর্মীয় মনীষী, লেখক, কবি, চিকিৎসক, শিক্ষক হিসাবে অনেক নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরূপ

---

*আহমাদ শালাবী : হিস্টরি অফ মুসলিম এডুকেশন, পৃ: ১৯৩

একজন নারী হলেন আলীর (রা.) বংশের নাফিসা। তিনি হাদিসের এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে, আল ফসতাত শিক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন সে সময়ের যশশীর্ষের ইমাম আল শাফি। আর একজন নারী হলেন শেইখা শুদা– যিনি বাগদাদের প্রধান মসজিদে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র ও কবিতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ভাষণ দান করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির একজন মনীষী।*

মুসলিম সমাজে শিক্ষক, লেখক ও কবি হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন সুশিক্ষিতা নারীর আরোও অনেক উদাহরণ রয়েছে। যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এবং সমাজকল্যাণে নারীর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও পেশাগত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে সবাইকে উৎসাহ দিতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কিছু নৈতিক অনুশাসন ছিল, যা এ গ্রন্থে পরবর্তীকালে আলোচনা করা হবে।

নারী পুরুষ সম্পর্ক

ইসলামে নারীর স্বাধীন আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করার পর আমি পরবর্তী সময়ে পুরুষ প্রসঙ্গে নারীর মর্যাদা ও পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক আলোচনা করব। এখানে আমি বিবেচনা করব নারী পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। কোরআন বলছে :

"আল্লাহ তায়ালার অনেক নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে যে: তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নারীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা সহানুভূতি লাভ করতে পার। তোমাদের মধ্যে তিনি দান করেছেন পরস্পরের প্রতি প্রেম ও দয়া। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এসবে রয়েছে নিদর্শন।" (৩০:২১)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এ হলো এক অতি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা। তারা একে অন্যের সান্নিধ্যে শান্তি কামনা করে। তারা শুধু দৈহিক সম্পর্ক দ্বারাই নয়, তারা প্রেম ও দয়ার দ্বারাও পরস্পরের প্রতি সংযুক্ত। একে অন্যের প্রতি যত্ন, বিবেচনা, সম্মান ও স্নেহ– এসব দিয়েই এ ধরনের বর্ণনা এসেছে।

নবীজী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ও তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে কেমন ব্যবহার করতেন– আইশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অনেক হাদিসে আমরা তার প্রমাণ পাই। তাঁদের বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক যত্ন ও সম্মানের পরিচয় পেয়ে আমরা বিস্মিত হই। নবী পত্নীগণ দাসীবাঁদী ছিলেন না। নবীজী (সা.) যেমন তাঁর পত্নীদের খুশি করতে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁর পত্নীগণও তাঁকে খুশি করতে চাইতেন। এ ধরনের বর্ণনার সংখ্যা প্রায় সমান।